ভোরের কাগজ

তারিখ ····2 JUL 2003····
পৃষ্ঠা ··১২·· কলাম····৫······

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাদা দলের গ্রুপিং-এর কারণেই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হচ্ছে না

কাজী সাইফুদ্দিন অভি : বিএনপি ও জামাত সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র গ্রুপিং, নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সরকারের ওপর মহল থেকে গ্রিন সিগন্যাল না পাওয়াও নির্বাচন না হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকবার প্রস্তুতি নিলেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচন দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এসব তথ্য জানিয়ে বলেছে, গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ দায়িত্ব গ্রহণের পর ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা সত্ত্বেও সেই সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তখন সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি না থাকার অজুহাতসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে নির্বাচন দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ গত সোমবার সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচন দেওয়ার চিন্তাভাবনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা উপাচার্য আমলে আনেননি। এ ব্যাপারে সিনেট অধিবেশনের ১৫ দিন আগে নির্বাচনের এজেন্ডার জন্য নোটিশ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা দেওয়া হয়নি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, সিনেট অধিবেশনে ভিসি প্যানেল নির্বাচনকে এজেন্ডাভুক্ত করার আগে উপাচার্য সরকারের উচ্চ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি নিজেদের মধ্যে গ্রুপিঙের কথা জানালে সরকার থেকে আপাতত নির্বাচন না দেওয়ার জন্য বলা হয়। উপাচার্য এ বিষয়টি চেপে যান বলে সূত্র জানিয়েছে। ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

সাদা দলের গ্রুপিং-এর কারণেই

● শেষের পাতার পর

অন্য একটি সূত্র জানায়, উপাচার্যের বিরোধী গ্রুপ হিসেবে পরিচিত নোয়াখালীকেন্দ্রিক শিক্ষকদের গ্রুপটি নির্বাচনে উপাচার্যের বিপক্ষে কাজ করতে পারে। আর এতে নির্বাচনী ফলাফল বিপক্ষে গেলে তার জন্য এটি প্রেস্টিজ ইস্যু হতে পারে। তাই উপাচার্য নিজেও আপাতত নির্বাচন দেওয়ার কথা ভাবছেন না। তিনি নিজেদের মধ্যকার সকল দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করছেন। এ সকল দ্বন্দ্ব নিরসন সম্ভব হলেই তিনি ভিসি প্যানেল নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করবেন বলে সূত্র জানিয়েছে। তাছাড়া এখন নির্বাচন দিয়ে উপাচার্য তার পছন্দসই প্যানেল দিতে পারবেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাদা দলের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক জানান, যখন উপাচার্য তার পছন্দমতো প্যানেল দিতে পারবেন তখনই নির্বাচন দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্যানেলে প্রার্থী হতে চান এমন দুজন শিক্ষক বর্তমান উপাচার্যের কার্যকলাপে তার ওপর ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে। এর মধ্যে একজন শিক্ষকের কাছে ভিসি প্যানেল হচ্ছে না কেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এ ব্যাপারে ভিসিকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি কেন নির্বাচন দিচ্ছেন না।

সাদা দলের একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করার জন্য উপাচার্যের উচিত ছিল অনেক আগেই ভিসি প্যানেল নির্বাচন দেওয়া। কিন্তু কেন তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন তা জানি না। সিনেটে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট সরকার সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও কেন নির্বাচন দিতে ভয় পাচ্ছেন উনিই ভালো বলতে পারবেন।

ভিসি প্যানেল নির্বাচনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক জানান, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। ভিসি প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা ভিসি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবো। আমরা চাই অতিসত্বর এ নির্বাচন দেওয়া হোক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ জানান, যথাসময়ে নির্বাচন দেওয়া হবে। মাত্র ১৩ দিন আগে নোটিশ দিয়ে নির্বাচন করা যায়। গত বছর তারিখ ঘোষণা করেও কেন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি জানতে চাইলে তিনি বলেন, তখন সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি না থাকায় নির্বাচন দেওয়া হয়নি।

তবে গত ২৭ জুন বিশেষ অধিবেশন ডেকে এবং ৩০ জুন বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে ভিসি প্যানেল নির্বাচন দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না বলেও তিনি জানান।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার পর ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে তখনকার উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করলে উপাচার্যের পদটিতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তখন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ফায়েজকে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেন।